সাংসদ ও বিধায়কদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বিহারের পরেই পশ্চিমবঙ্গ। সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গ এখন দ্বিতীয় স্থানে। কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার দ্রুত নিস্পত্তির জন্য দেশে ১২টি বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক আদালত তৈরি হয়েছে। এই ১২টি আদালতে মোট ১,০৯৭টি মামলা ঝুলে রয়েছে। চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত হিসেব অনুযায়ী, এর মধ্যে বিহারে রয়েছে ২৪৯ টি মামলা। পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে ঝুলে রয়েছে ২১৫ টি মামলা। আইন মন্ত্রকের এই তথ্য সামনে আসার পরে রাজ্যের শাসক ও বিরোধী দলের রাজনীতিকদের যুক্তি, বেশি মামলা ঝুলে রয়েছে বলেই যে পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ-বিধায়কেরা অনেক বেশি অপরাধে যুক্ত, এমন নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণেও প্রতিপক্ষ দলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়। তবে সেই প্রবণতা যে পশ্চিমবঙ্গে বেশি, এই তথ্যে সেটা স্পষ্ট বলে মেনে নিচ্ছেন রাজনীতিকরা। সুপ্রিম কোর্টই পাঁচ বছর আগে নির্দেশ দিয়েছিল, কোনও সাংসদ বা বিধায়ক ফৌজদারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হলে ও অন্তত দু'বছরের কারাদণ্ড হলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাংসদ বা বিধায়ক পদ চলে যাবে। এর পর সাংসদ-বিধায়কদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলায় বিশেষ আদালত গঠন করে দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়। গত বছর ডিসেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট সব রাজ্যে বিশেষ আদালত তৈরির নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর গত মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চায়, কতগুলি বিশেষ আদালত তৈরি হয়েছে। সেখানে কতগুলি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে।

কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য বলছে, বিশেষ আদালতে পাঠানো মোট ১,২৩৩ টি ফৌজদারি মামলার মধ্যে ১৩৬ টির নিস্পত্তি হয়েছে। বিহারে মোট ২৬৯টি মামলা বিশেষ আদালতে পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ১১টি মামলার নিস্পত্তি রয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে পাঠানো ২১৫টি মামলার মধ্যে একটিরও নিস্পত্তি হয়নি এখনও। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যগুলির কাছে সরাসরি জানতে চেয়েছে, মামলার বোঝার নিরিখে আরও বিশেষ আদালত তৈরির প্রয়োজন রয়েছে কি না। কেন্দ্রের আইন মন্ত্রক জানিয়েছে, কলকাতা হাইকোর্টের বক্তব্য অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত বিশেষ আদালতের প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের বেঞ্চ আজ সব রাজ্যের মুখ্যসচিব ও হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারদের নির্দেশ দিয়েছে, সাংসদ- বিধায়কদের বিরুদ্ধে ঝুলে থাকা মামলার বিশদ তথ্য জানাতে হবে। প্রয়োজনে তাঁদের নির্দেশ পালনের কাজে নজরদারি করা হবে বলেও জানান বিচারপতি গগৈ।

পেইনকিলার, প্যানডার্ম সহ ৩২৮টি ওষুধের বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ সুপারিশ আগেই করা হয়েছিল। সেই মতো ৩২৮টি জনপ্রিয় ও অতিপরিচিত ওষুধ উৎপাদন, বিক্রি ও বণ্টনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল কেন্দ্রীয় সরকার। মাথা ব্যাথা করলে এবার থেকে আর স্যারিডন খেয়ে আরাম পাওয়ার কথা ভুলে যান। দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর কেন্দ্র স্বাস্থ্য মন্ত্রক ৩২৮ টি জনপ্রিয় ও পরিচিত ওষুধের উৎপাদন, বিক্রি এবং বন্টনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল। বুধবার থেকেই এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। আর এই নিষিদ্ধ ওষুধের তালিকায় রয়েছে স্যারিডনের নামও। স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, স্যারিডন ছাড়াও রয়েছে ত্বকের মলম প্যানডার্ম, কম্বিনেশন ডায়বেটিসের ওষুধ গ্লুকোনর্ম পিজি এবং জীবনদায়ী ওষুধ লিউপিডিক্লক্স। গত দু'বছর ধরে স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই ওষুধগুলি নিষিদ্ধ করার জন্য অনবরত লড়াই করছিল। কারণ এই ওষুধগুলি মোটেও স্বাস্থ্যকর নয়। ৩২৮টির সবকটি ওষুধই ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন অর্থাৎ দুই বা ততোধিক যৌগের মিশ্রণে তৈরি। এই মিশ্রিত ওষুধ নিয়ে বহুদিন ধরেই বিতর্ক চলছিল। রোগ সারানোর ক্ষমতা ও সুরক্ষার মাপকাঠিতে ব্যর্থ হয় ওষুধগুলি। ড্রাগ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড (ডিটিএবি) তাদের রিপোর্টে ফিক্সড ডোজ ফর্মুলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং এই ওষুধগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, বিপদ্দজনক। এমনকি সেখান থেকে বিষক্রিয়া হতে পারে বলে রিপোর্ট দেয় কেন্দ্রকে। এর আগেও ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার সুরক্ষা মন্ত্রক ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্টের ২৬এ ধারায় ৩৪৪ টি ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন ওষুধ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। তখন এই নিষেধাজ্ঞায় আপত্তি জানিয়েছিল একাধিক ওষুধ সংস্থা। তারা মামলা করে হাইকোর্টে। সেটি গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শীর্ষ আদালত ২০১৭ সালে ডিটিএবি-এর বিষয়টি খতিয়ে দেখে কেন্দ্রের কাছে রিপোর্ট জমা করার নির্দেশ দেয়। সেই রিপোর্টেও শতাধিক ওষুধ বাতিলের সুপারিশ করা হয়। বোর্ড জানায়, ৩২৮টি ওষুধে যে যৌগ ব্যবহার করা হচ্ছে তা মানবশরীরে পক্ষে ক্ষতিকারক। বোর্ড তখন সুপারিশ করে জনস্বার্থে ড্রাগস এন্ড কসমেটিক্স ধারা মেনে অবিলম্বে ৩২৮টি ওষুধের উৎপাদন, বিক্রি ও বণ্টন বন্ধ করে দেওয়া হোক। সেই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। নিষিদ্ধ ওষুধের মধ্যে আছে পিরামলের বানানো স্যারিডন, অ্যালকেম ল্যাবরেটরির ট্যাক্সিম এ-জেড এবং ম্যাকলয়েড ফার্মার প্যানডার্ম প্লাস মলম। অবিলম্বে এই ওষুধগুলির উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে বিভিন্ন কোম্পানিকে বাজার থেকে অন্তত ৬ হাজারটি ব্র্যান্ডের ওষুধ তুলে নিতে হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২-৩ হাজার কোটি টাকা। নিষিদ্ধ হওয়া ওষুধগুলি হল ফিক্সড ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি)- এর। অর্থাৎ, দু'টি বা তিনটি ওষুধ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে যা তৈরি হয়। ২০১৬-র মার্চেই এই ধরনের ওষুধগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল কেন্দ্র। সরকারের যুক্তি ছিল, দুই বা তিনটি ওষুধ মিশিয়ে এই ওষুধগুলি তৈরি হয়। তাই কোনও রোগীর একটি ওষুধ দরকার হলেও তাঁকে অন্য ওষুধ খেতে হয়, প্রয়োজন না থাকলেও। যা আসলে ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহার। যার ফলে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতির মুখোমুখি হন রোগীরা। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ওষুধগুলির মধ্যে আছে ডায়াবিটিসের ওষুধ গ্লুকোনর্ম পিজি, অ্যান্টিবায়োটিক লুপিডিকলক্স। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন ওষুধ প্রস্তুতকারকেরা। তৈরি হয় বিশেষজ্ঞ কমিটি। সেই কমিটিও এই ধরনের ওষুধগুলি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পক্ষেই রায় দেয়। অগত্যা এই ওষুধগুলিকে বাজার থেকে তুলে নেওয়া ছাড়া আরও কোনও রাস্তা খোলা থাকল না ওষুধ প্রস্তুতকারকদের সামনে। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে অল ইন্ডিয়া ড্রাগ অ্যাকশন নেটওয়ার্ক নামের সংগঠন। যাদের উদ্যোগে এই ওষুধগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার প্রক্রিয়া শুরু করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। যদিও এই সংগঠনের দাবি, ভারতের বাজারে আরও অনেক বিপজ্জনক ওষুধ জলের মতো পাওয়া যায়, এই ৩২৮টি ওষুধ আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র।

দিল্লিতে নিরাপদ নন বাড়ির পরিচারিকারা, সমীক্ষায় উঠে এল এরকম চাঞ্চল্যকর তথ্য

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বাড়ির পরিচারিকাদের মধ্যে ২৯ শতাংশ যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন এবং ৬৫.৬ শতাংশ পরিচারিকা বা পরিচারক বাড়ির মালিকের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এক সমীক্ষায় এই ফলাফল উঠে এসেছে।

সম্প্রতি এক পর্যবেক্ষণে দেখা গিয়েছে, এ বছরের জুন মাস পর্যন্ত গুরুগ্রাম, ফরিদাবাদ এবং দক্ষিণ দিল্লির মোট ২৯১ জন বাড়ির কাজের মহিলারা যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছেন। মারাঠা ফ্যারেল সংগঠন পিআরআইএ-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই সমীক্ষা করে জানতে পেরেছে, ৬১.৮ শতাংশ মহিলাদের বাজে অঙ্গভঙ্গি দেখানো হয় এবং শিস মেরে তাঁদের বিরক্ত করা হয়। ৫২ শতাংশ মহিলাদের হোয়াটস অ্যাপ এবং মেসেজে যৌন নিগ্রহ করা হয়। দিল্লির ১১ টি জেলায় এই সমীক্ষা করে জানতে পেরেছে সংগঠনটি। এঁদের মধ্যে মাত্র ২ জন স্থানীয় পুলিসের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই বিষয়ে জানতে পেরে দিল্লির উপ-মুখ্যমন্ত্রী মণিশ সিশোদিয়া জানিয়েছেন, এই বিষয়ে স্থানীয় কমিটি গঠন করতে হবে। যৌন নিগ্রহ আইনকে মাথায় রেখে এই কমিটি কাজ করবে এবং তা ২-৩ সপ্তাহের মধ্যেই গঠন হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এ বিষয়ে সহায়তা করার জন্য নাগরিক সমাজকেও আহ্বান জানিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

সমীক্ষায় উঠে এসেছে, ২৯ শতাংশ পরিচারিকারা যৌন হেনস্থার শিকার এবং এর মধ্যে ২০ শতাংশ পুলিসের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল পায়নি। মারাঠা ফ্যারেল সংগঠন জানিয়েছে, 'শহরের সমাজে পরিচারিকারা এক বড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই পরিচারিকাদের মধ্যে মাত্র কিছুজনই তাঁদের অধিকার পেতে সফল হয়েছেন। প্রচলিত নীতিগুলি পরিচারিকাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হয় না কারণ তাঁদের কখনই শ্রমিকের আওতায় ধরা হয় না। এবং দারিদ্রতা, শিক্ষার অভাব এবং সচেতনতা না থাকায় অনেকেই বাড়ির মালিকের যৌন হেনস্থার সম্মুখীন হন।' তবে সেটা যাতে আর না হয় তার জন্যই এই সংগঠন পরিচারিকাদের নিয়ে কাজ করবেন বলে ঠিক করেছেন।

রোহিঙ্গাদের সমস্যা আরও সুষ্ঠু ভাবেই মেটানো যেত, মানলেন সু চি

মায়ানমার, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ রোহিঙ্গা ইস্যু সমাধানে কোনও সমস্যাই হত না মায়ানমারের। উল্টে আরও ভাল করে সেটা মেটানো যেত। পরোক্ষে বাংলাদেশকেই দায়ী করেছেন মায়ানমারের প্রধান আনসাং সু চি। ভিয়েতনামের হ্যানয়ে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে প্রত্যাবর্তন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও বাংলাদেশই দেরী করেছে। জানুয়ারিতে রোহিঙ্গাদের ফেরাতে প্রস্তুত হয়েছে তারা। একই সঙ্গে রয়টারের দুই সাংবাদিককে সাজা দেওয়ার সিদ্ধান্তকেও সমর্থন করেছেন তিনি। সু চি বলেছেন, যাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছেন তাঁদের জেনে রাখা জরুরি কেউ আইনের উর্দ্ধে নয়। সাংবাদিক হলেও তিনি যদি দেশের বিরুদ্ধে গিয়ে কাজ করেন তাহলে তাঁর উপর আইনী পদক্ষেপ করা উচিত। এই দুই সাংবাদিক পক্ষপাত দুষ্ট হয়ে খবর করেছিলেন। রোহিঙ্গা ইস্যুকে তাঁরা এমন ভাবে তুলে ধরেছিলেন যেন গণহত্যা করা হচ্ছে। যা একেবারেই ঠিক ছিল না বলে দাবি করেছেন সু চি।

২০১৭-র আগস্টে প্রায় সাড়ে ছ'লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম রাখাইন প্রদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। মায়ানমারের একাধিক জায়গায় এই রোহিঙ্গারা হামলা চালিয়েছিল। এমনকী পুলিসকর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছিল তারা। সেই হিংসা বন্ধ করতেই সেনা অভিযান চালিয়েছিল মায়ানমার। এই সেনা অভিযান চালানোর আগে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল, যাঁরা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। রোহিঙ্গা প্রদেশে গিয়ে শান্তি আলোচনা শুরু করেছিলেন তাঁরা। রাখাইন প্রদেশের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। ইতিমধ্যেই ২০১৬ সালে হঠাৎই জঙ্গি হামলা শুরু হয়। সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা জরুরি হয়ে পড়েছিল তখন। সেই কারণেই সেনা অভিযান চালানো হয় রাখাইন প্রদেশে। সু চি র দাবি শুধু মসলিম বা রোহিঙ্গাদের স্বার্থ দেখাই সরকারের একমাত্র কাজ নয়। দেশের অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও যাতে নিরাপদে বাঁচতে পারে সেটাও নজরে রাখা জরুরি।

বন্যার পর এবার খরা দেখা দিল কেরলের একাংশে, চিন্তায় রাজ্য সরকার

কর্ণাটক, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বন্যার পর এবার খরার কবলে কেরল। গত একমাস ধরে বন্যা বিপর্যয়ের পর আচমকা প্রকৃতির এমন খামখেয়ালি আগে কখনও দেখেননি কেরলবাসী। জানা গিয়েছে, রাজ্যের একাংশে খরা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যা নিয়ে উদ্বেগে রয়েছে কেরল সরকার। গরমের পারদ এমন চড়েছে যে হাঁসফাঁস করছে মানুষ। অথচ কিছুদিন আগেও জলের নীচে চলে গিয়েছিল গোটা রাজ্য। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক ব্যাখা খোঁজার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করেছেন। বন্যার পর বিধ্বস্ত অবস্থা কেরলের। সেই অবস্থা কীভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব তা জানতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স এবং টেকনোলজি এন্ড এনভায়রনমেন্টকে নির্দেশ দেয় সমাধানসূত্র খুঁজে বের করার। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে সমীক্ষার কাজ শুরু করে স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্স। সেই সমীক্ষায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তাঁরা জানিয়েছেন, ভয়াবহ বন্যার পর রাজ্যের সব নদীগুলি উপচে পড়েছিল। বন্যা পরিস্থিতি শেষ হতেই পেরিয়ার, পাম্পা, কাবানি নদীর জল অস্বাভাবিকহারে কমতে শুরু করেছে। শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে কুয়োর জলও। মাটির নিচের জলস্তরও নেমে গিয়েছে অনেকটা। এই ঘটনাগুলি সমীক্ষাকারীদের ভাবিয়ে তুলেছে। কেননা ঘটনাগুলি খুবই অস্বাভাবিক। এরই মধ্যে গরমও পড়তে শুরু করেছে। যেটাও অস্বাভাবিকভাবে বেশি।

সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, বন্যার পর ওয়ানন্দ জেলার মাটির সব উপাদান বন্যার জলে ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে। তার জেরে মৃত্তিকা গঠনে পরিবর্তন এসেছে। কৃষকরা জানিয়েছে, সেই কারণে মাটি শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলস্বরূপ জল টেনে নিচ্ছে। যার জেরে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে খরার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না কৃষি বিশেষজ্ঞরা। বন্যার পর যে প্রাকৃতিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে রাজ্য জুড়ে সেই খবর ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার জানতে পেরেছে। তাই স্টেট কাউন্সিল ফর সায়েন্সকে দায়িত্ব দেন সমস্যার উৎস ও সেখান থেকে সমাধানসূত্র খুঁজে বের করার। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ফেসবুকে পোস্টে জানান, জলস্তর কমতে শুরু করেছে, নদীর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। ভূমিক্ষয় হচ্ছে। জল সম্পদ মন্ত্রককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এর উত্তর খোঁজার জন্য। তবে ভয়ঙ্কর বন্যার পর রাজ্যজুড়ে চলছে মেরামতির কাজ। স্বাভাবিকের পথে জনজীবন।

মূল্য বৃদ্ধিতে আমজনতার চোখে জল, আরও দামি পেট্রোল-ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ দিন দিন পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। পেট্রোপণ্যের দাম নিত্য দিনই ঊর্ধ্বমুখী। বৃহস্পতিবার ফের বাড়ল জ্বালানির দাম। মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে বৃহস্পতিবার আরও দামি হল পেট্রোল-ডিজেল। কমছে না, বরং দিন দিন পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়, বৃহস্পতিবার ১৩ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দাম। ঊর্ধ্বমুখী ডিজেলের দামও। ১৩ পয়সা বেড়ে বৃহস্পতিবার কলকাতায় লিটারপ্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৮২.৮৭ টাকা এবং ১১ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম বেড়ে হল ৭৪.৯৯ টাকা। শুধু কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরেও। রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৮১.০০ টাকা প্রতি লিটার এবং ৭৩.০৮ টাকা প্রতি লিটার। পাশাপাশি বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল- ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৮৮.৩৯ টাকা প্রতি লিটার এবং ৭৭.৫৮ টাকা প্রতি লিটার। পেট্রোল-ডিজেলের দাম দিন দিন বাড়তে থাকায় মাথায় হাত মধ্যবিত্তের। কার্যত বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ।

আত্মহত্যা রুখতে বিশেষ মানসিক প্রশিক্ষন সিআরপিএফ ক্যাম্পে

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন সিআরপিএফ ক্যাম্পে বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনা। যা রুখতে জওয়ানদের বিশেষ মানসিক প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ নেওয়া হল। এইমস ও টাটা মেডিক্যাল ইনস্টিটিউশন যৌথ উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন সিআরপিএফ ক্যাম্পেই হবে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ। লাগাতার সংঘর্ষ, মাওবাদী, জঙ্গি নিকেশ অভিযান করার ফলে, জওয়ানদের মানসিক বাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছেন বলে মনে করা হচ্ছে। মানসিক অবসাদ চলে আসায় আত্মহত্যার মত পদক্ষেপ নিতেও পিছ পা হচ্ছেন না। আর সেই কারণেই, মানসিক অবসাদ দূর করে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রথমে মানসিক চিকিৎসক জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলবেন। পুরো মেডিক্যাল পরীক্ষা হওয়ার পর, চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে মানসিক প্রশিক্ষণ শুরু হবে।

জম্মু-কাশ্মীর সহ দেশের বিভিন্ন স্পর্শকাতর জায়গায় প্রায় তিন লাখ জওয়ান মোতায়েন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন সিআরপিএফ ক্যাম্প সহ জম্মু-কাশ্মীরে গিয়ে জওয়ান মানসিক অবসাদ দূর করতে তৎপর হবে বিশেষ মেডিক্যাল টিম। সিআরপিএফ চিফ জানাচ্ছেন, গত কয়েক বছরে জওয়ানদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের পরিমান বাড়ছে। একটি রিপোর্ট বলছে, মোট ১৫৬ জওয়ানের হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু হয়েছে, এর মধ্যে ৩৮ জন মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। ২৬ জন মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে জওয়ানদের মানসিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে। আর তা নিয়ন্ত্রণ করতেই অভিনব এই উদ্যোগ বলে জানাচ্ছেন সিআরপিএফ চিফ। এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন বিভিন্ন প্রাক্তন সিআরপিএফ আধিকারিকরা।

বন্দুকবাজের হামলায় মৃত পাঁচ

আমেরিকা, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ফের একবার বঃদুকবাজের হামলায় রক্তাক্ত আমেরিকা। বুধবার বন্দুক হাতে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির তাণ্ডবে প্রাণ হারালেন পাঁচজন মার্কিন নাগরিক। এরপর আত্মঘাতী হয়েছে ওই বন্দুকবাজও। ঘটনাস্থল থেকে একটি পিস্তল উদ্ধার করেছে পুলিস। তবে মৃতদের পরিচয় এখনও জানানো হয়নি। পুলিস জানিয়েছে, বেকার্সফিল্ডে প্রথমে ওই ব্যক্তি নিজের স্ত্রী এবং এক ট্র্যাক সংস্থার কর্মীকে খুন করে। তারপর ওই সংস্থারই আরেক কর্মীকে তাড়া করে। এরপর একটি খেলনার সরঞ্জামের দোকানের সামনে তাঁকেও গুলি করে ওই বন্দুকবাজ। সেখান থেকে বেরিয়ে একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে বাড়ির দুই সদস্যকে খুন করে। পরে পালানোর সময় এক মহিলার গাড়ি ছিনতাই করে সে। তবে আশ্চর্যজনকভাবে ওই গাড়ির মহিলা কিংবা তাঁর সন্তানদের কোনও ক্ষতি করেনি। শেষে গাড়ি নিয়ে পালানোর সময় পুলিস ওই বন্দুকবাজকে ধরে ফেলে। তখনই সে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হয়। যে গাড়িটি নিয়ে সে পালায়, তার মালিক ওই মহিলাকে কেন সে কিছু করল না? নির্দিষ্ট কয়েকজনকেই কেন সে মারল? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতেই তদন্তে নেমেছে পুলিস। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, কোনও নির্দিষ্ট কারণেই এই খুনগুলি করা হয়েছে। আপাতত সেই উত্তরই জানার চেষ্টা করছে পুলিস।

সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই বারামুলায়

শ্রীনগর, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের একবার সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। কাশ্মীরের সোপোর জেলার বারামুলায় শুরু হয়েছে গুলির লড়াই। ঘটনাস্থলে উপস্থিত রয়েছে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা। আপাতত হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ওই এলাকায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। গোপনসূত্রে জঙ্গিদের উপস্থিতির খবর পেয়েই বুধবার রাত থেকে তল্লাশি শুরু করেছিল নিরাপত্তাবাহিনী। তল্লাশির সময়েই তাদের উপর গুলি চালায় জঙ্গিরা। এর আগে বুধবার জঙ্গিদের গুলিতে এক বনরক্ষী জখম হয়েছিলেন। জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের ঝাজ্জর কোটলি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। জঙ্গিরা ট্রাকে যাচ্ছিল। কিন্তু জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় তাদের বাধা দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। জখম হন এক বনরক্ষী। এরপর ঘটনাস্থল থেকে পালায় জঙ্গিরা। তাদের খোঁজেও চলছে তল্লাশি।

ঢুকছে চিনা সেনা, বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে মোদী সরকার

নয়াদিল্লি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ ভারত-চিন সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে তৈরি হওয়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটির রিপোর্ট এখনও পেশ হয়নি। বিরোধীদের অভিযোগ, প্রকাশ্যে চলে এলে চরম অস্বস্তিতে পড়বে মোদী সরকার- এই আশঙ্কাতেই চেপে রাখা হয়েছে ওই রিপোর্ট। তা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক একাধিক চিনা অনুপ্রবেশের তথ্য সামনে চলে আসায় যথেষ্ট চাপে পড়ে গিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, উহানে দীর্ঘ ঘরোয়া সংলাপ এবং সীমান্ত নিয়ে রাজনৈতিক স্তরে আলোচনার পরেও কেন ভারতকে নিরাপত্তার প্রশ্নে সমঝোতা করতে হচ্ছে? প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সূত্র জানাচ্ছে, গত মাসে চিনা সেনা (পিএলএ) অন্তত তিন বার উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার বারৌতি গ্রামের অদূরে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা দিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এক বছর আগে ঠিক একই জায়গা দিয়ে পিএলএ প্রায় ১ কিলোমিটার ঢুকে এসেছিল ভারতীয় ভূখণ্ডে। ২০১৩ সালে ও তার পরের বছর আকাশপথেও এই একই এলাকা দিয়ে পিএলএ সীমালঙ্ঘন করেছিল। নর্দান কম্যান্ডের কম্যান্ডার-ইন-চিফ লেফটেন্যান্ট রণবীর সিংহ আগেই বিষয়টি স্বীকার করে নিয়ে বলেছিলেন, ''প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা নিয়ে যে জায়গায় আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে, সেই সব জায়গাতেই সেনা অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে চিন।'' কূটনৈতিক শিবিরের মতে, বেজিংয়ের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর করার জন্য নয়াদিল্লি কোমর বেঁধে নামলেও চিন কিন্তু ভারত-নীতির প্রশ্নে নিজেদের পথেই চলছে। মাত্র পনেরো দিন আগেই দু'দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের শীর্ষ স্তরে কথা হয়েছে। দু'দেশের মন্ত্রকের মধ্যে হটলাইন বসানো, ১২ বছরের পুরনো প্রতিরক্ষা চুক্তিকে নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার মতো বিষয়কে পারস্পরিক আস্থাবর্ধক পদক্ষেপ হিসেবে তুলে ধরেছে দু'দেশ। তার থেকেও বড় কথা, উহানে চিনা প্রেসিডেঃট শি চিনফিং-এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংলাপের পরে ঘোষণা হয়েছিল, ভারত এবং চিনের সামরিক বাহিনীর জন্য বিশেষ এক সমন্বয় কাঠামো তৈরি হবে। কিন্তু বেজিংয়ের মুখে এক, সীমান্তে অন্য নীতি নিয়ে চলার বিষয়টি ক্রমশই মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠছে মোদী সরকারের- এমনটাই মনে করছেন ভারতের কূটনীতিকরা।

এবার গৌরী লঙ্কেশ-কালবুর্গি হত্যায় যোগ রয়েছে

বেঙ্গালুরু, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ নরেন্দ্র দাভোলকরের পর এম এম কালবুর্গি। গৌরী লঙ্কেশ হত্যার সঙ্গে যোগ রয়েছে কালবুর্গি খুনেরও। কর্ণাটক সিআইডির কাছে উঠে এসেছে এরমই তথ্য। গৌরী লঙ্কেশকে হত্যার ঘটনায় ২ যুবককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি। মনে করা হচ্ছে, এদের মধ্যে একজন ২০১৫ সালের ৩০ আগস্ট সমাজকর্মী ও লেখক এমএম কালবুর্গিকে গুলি করে খুন করেছিল। হত্যার যোগের অনুমান ঠিক ধরেই ধৃত ২ জনকে হেফাজতে নিচ্ছে সিআইডি। বর্তমানে বেঙ্গালুরু জেলে ২ জনেই সিটের হেফাজতে রয়েছে। লঙ্কেশ খুনের অভিযুক্ত হয়েই হেফাজতে ২ জনে। ধৃত গণেশ মিসকিন ও অমিত বড্ডি । সিটের তদন্ত অনুসারে, গৌরী লঙ্কেশকে খুন করার সময় মিসকিন মোটর বাইক চালাচ্ছিল। অপর সঙ্গী বড্ডি তাকে পালাতে সাহায্য করেছিল। মূলত, লঙ্কেশকে ৭.৬৫ এমএম বন্দুক দিয়ে খুন করা হয়। সিআইডির দাবি এই একই পিস্তল দিয়ে খুন করা হয়েছিল কালবুর্গিকে। বেঙ্গালুরুর ধারওয়াদে নিজের বাড়ির সামনেই গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন কালবুর্গি। দাভোলকর, কালবুর্গি, গৌরী লঙ্কেশ খুনের ছক একসঙ্গেই হয়েছিল বলে মনে করছে তদন্তকারী দল। সময় সুযোগ বুঝে সমাজকর্মীদের একে একে খুন করা হয়। মস্তিষ্ক ও হত্যাকারী তিনজনের ক্ষেত্রেই এক ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, খুনের মূল মস্তিষ্ক অমল কোলে, হিন্দু জনজাগ্রুতি সংঘের প্রধান সদস্য। অমলের নেতৃত্বেই পর পর তিন বছরে তিন জন খুন হয়েছেন। প্রশিক্ষণের সময়ও নাকি বন্দুকবাজকে বলা হয়, কালবুর্গির মতই যেন লঙ্কেশের মাথায় গুলি করা হয়। ২০১৩ সালের আগেই মিসকিন ও বড্ডিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। রাজেশ বঙ্গেরা এদের প্রশিক্ষণ দেয়। বাঙ্গেরাকেও গৌরী হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার করেছে সিট। তবে বড্ডি ও মিসকিন সম্পর্কে উঠে আসা নতুন তথ্যের জেরে, দুজনকেই হেফাজতে নিচ্ছে সিআইডি। ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ জনেই থাকবে সিআইডি হেফাজতে।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে গণপতির মন্দিরে ভক্তকুলের ভিড়

গুয়াহাটি, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ আজ গণেশ চতুর্থী। সিদ্ধিদাতাকে সন্তুষ্ট করতে রাজ্যের গণেশ মন্দিরগুলিতে সকাল থেকে অসংখ্য ভক্তকুল ভিড় করেছেন। তাঁরা সকলেই দেশ, সমাজ, নিজের নিজের পরিবার তথা সন্তন- সন্ততিদের সুখ, বুদ্ধি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনায় গজাননের পুজো দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুণ্যার্থীরা। গুয়াহাটির দিশপুর, খানাপাড়া, কালাপাহাড়, উমানন্দ, কামাখ্যাধামে অবস্থিত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে হাতে হাতে ফুল, বিল্বপত্র, পুস্পমাল্য, ঘি-সলতের মাটির প্রদীপের ডালি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে ভক্তরা গণপতির পুজো দিচ্ছেন। দিশপুরে বিধায়ক আবাস সংলগ্ন গণেশ মন্দিরে কয়েকজন মন্ত্রী এবং বেশ কয়েকজন বিধায়ক এসে আজ সাতসকালে এসে সিদ্ধিদাতার মন্দিরে পুজোর্চনা করেছেন। তাছাড়া খানাপাড়ায় জাতীয় সড়ক লাগোয়া গণেশ মন্দিরে সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসী ছাড়াও ওই পথে যাতায়াতকারী যাত্রীরা গাড়ি থামিয়ে পুজো দিয়েছেন। গণেশ-ভক্তদের উমানন্দ মন্দিরে নিয়ে যেতে এদিন সকালে ব্রহ্মপুত্রে সরকারিভাবে একটি বিশেষ ফেরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফেরি করে অসংখ্য ভক্ত পুজো দিতে ব্রহ্মপুত্রের দ্বীপে অবস্থিত উমানন্দে যাতায়াত করছেন।

প্রসঙ্গত, গত ৫ তারিখ উত্তর গুয়াহাটিতে নৌকোডুবির পর গত আটদিন ধরে উমানন্দের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। দুর্ঘটনার পর মন্দিরে যাতায়াতকারী সব ফেরি পরিষেবা বন্ধ করেছিল কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন। এর জন্য এতদিন ধরে মন্দিরে আটকে পড়েছিলেন পূজারী-সহ পাঁচজন।

রহায় সড়ক দুর্ঘটনা, পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় হত যুবক

অসম, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্য অসমের মরিগাঁও জেলার রহায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন জনৈক মোটর বাইক আরোহী। নিহত বাইক আরোহীর পরিচয় এখনও উদ্ধার হয়নি। বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে রহার বগরিগুড়ি এলাকায় দ্রুতগামী একটি বলেরো পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটর বাইকের সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে পুলিশের কাছে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে।

রহা থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জনৈক সাব ইন্সপেক্টরের সঙ্গে পুলিশের এক দল ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে গিয়ে সর্বাগ্রে রাস্তা থেকে রক্তাক্ত যুবককে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁকে। হাসপাতালে ডাক্তাররা তাঁর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে বলে জানালে মৃতদেহটি পাঠানো হয় নগাঁওয়ে ভোগননী ফুকননী সিভিল হাসাপাতালে। সেখানে তাঁর ময়নাতদন্ত করা হবে। মৃত যুবকের নামধাম জানা গেলে তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তবে তাঁর সঙ্গে বা বাইকে পরিচয়জনিত বিশেষ কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে বাইকের রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সাহায্যে ইতিমধ্য ডিটিও অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। ঘাতক বলেরো পিকআপ ভ্যানকে আটক করা হয়েছে।

পাথর খাদান মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য, গুলিবিদ্ধ দু'জন বনরক্ষী

মধ্যপ্রদেশ, ১৩ সেপ্টেম্বর ঃ মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিওরে আবারও পাথর খাদান মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য। বুধবার গভীর রাতে গোয়ালিওরের তিঘরা থানা এলাকায় পাথর খাদান মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের শিকার হলেন দু'জন বনরক্ষী। আততায়ীরা দু'জন বনরক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, রক্তাক্ত ও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দু'জন বনরক্ষীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।